# রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল কাব্য

# কবি ভারতচন্দ্রের পরিচয়

- **রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়** (১৭১২ – ১৭৬০) অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ও মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ শক্তিমান কবি। হাওড়া জেলার পেড়ো-বসন্তপুরে জন্ম হলেও পরবর্তী জীবনে তিনি নদিয়ার কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের স্বীকৃতিতে তাকে 'রায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

# জন্ম ও শৈশব

- ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার বর্ধমান জেলা ( বর্তমানে হাওড়াজেলার) ভুরসুট পরগণার পান্ডুয়া গ্রামে ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ঔরসে ভবানী দেবীর গর্ভে চতুর্থ তথা কনিষ্ঠ সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করেন। জমির অধিকার সংক্রান্ত বিবাদ সূত্রে নরেন্দ্রনারায়ণ বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র রায়ের জননীকে কটূক্তি করায় রাজাজ্ঞায় বর্ধমানের সেনাপতি নরেন্দ্রনারায়ণের জমিদারি গ্রাস করে নিলে বাস্তুচ্যুত জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ পালিয়ে যান এবং ভারতচন্দ্র মণ্ডলঘাট পরগনার নওয়াপাড়া গ্রামে মামার বাড়িতে চলে আসেন।

# শিক্ষালাভ

- মামা বাড়ির সন্নিহিত তাজপুর গ্রামের টোলে ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠের মাধ্যমে তাঁর বিদ্যাশিক্ষার শুরু। চৌদ্দ বছর বয়সে তার বিয়ে হয় নরোত্তম আচার্যের কন্যার সারদার সঙ্গে। কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করেছেন বলে তার বড় ভাইয়েরা ভর্ৎসনা করাতে, ভারতচন্দ্র হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার নিকট সরস্বতী নদী তীরবর্তী পশ্চিম দেবানন্দপুর গ্রামের রামচন্দ্র মুন্সীর কাছে ফারসি ভাষা শেখেন। এ সময় সত্যনারায়ণ পূজা উপলক্ষে ১৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মাত্র পনেরো বছর বয়সে *সত্যনারায়ণ পাঁচালী* রচনা করেন। তার তিন পুত্রের নাম পরীক্ষিৎ, রামতনু ও ভগবান।

# কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়

- নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুরোধে ভারত কৃষ্ণনগর গেলে রাজা তাকে চল্লিশ টাকা বেতন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। তার আদেশে ভারতচন্দ্র ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর রচনা প্রণালীতে *অন্নদামঙ্গল* রচনা করতে শুরু করেন। একজন ব্রাহ্মণ তার রচনা লিখে রাখেন ও নীলমণি সমাদ্দার নামে এক গায়ক তাতে সুর দেন। এরপরে রাজার আদেশে তিনি *বিদ্যাসুন্দর* রচনা করেন। বিদ্যাসুন্দর রচনার পরে ভারতচন্দ্র *রসমঞ্জরী* পুস্তকটি রচনা করেন। এছাড়াও *সত্যপীরের কথা*, *নাগাষ্টক*, ইত্যাদি রচনা করেন।রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাকে *গুনাকর* উপাধি প্রদান করেন। এরপরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ভারতচন্দ্রকে চব্বিশ পরগনার মূলাযোড় (অধুনা শ্যামনগর) গ্রামে বাস করবার জন্য ছয়শ টাকা বার্ষিক রাজস্ব নির্দিষ্ট করে গ্রামখানি ইজারা দেন।

# অন্নদামঙ্গল কাব্য

- **অন্নদামঙ্গল** রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রচিত একটি মঙ্গলকাব্য। কাব্যটি দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক। ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র এই কাব্য রচনা করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাংলায় প্রতিমায় দেবী অন্নপূর্ণার পূজা প্রচলন করেন। তিনিই ভারতচন্দ্রকে রায়গুণাকর উপাধি প্রদান করে দেবীর মাহাত্ম্যব্যঞ্জক একটি কাব্য রচনার অনুরোধ করেন। সমগ্র কাব্যটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত: (ক) *অন্নদামঙ্গল* বা *অন্নদামাহাত্ম্য*, (খ) *বিদ্যাসুন্দর* বা *কালিকামঙ্গল* ও (গ) *মানসিংহ* বা *অন্নপূর্ণামঙ্গল*। মঙ্গলকাব্য ধারায় অন্নদামঙ্গল কাব্যকে একটি পৃথক শাখা রূপে গণ্য করা হয় না; কারণ ভারতচন্দ্র ভিন্ন অপর কোনো কবি এই বিষয়বস্তু অবলম্বন করে কাব্যরচনা করেননি।

# নূতনমঙ্গল কেনো বলা হয়?

- ভারতচন্দ্র স্বয়ং *অন্নদামঙ্গল* কাব্যকে "নূতন মঙ্গল" অভিধায় অভিহিত করেছেন। কবি এই কাব্যে প্রথাসিদ্ধ মঙ্গলকাব্য ধারার পূর্ব ঐতিহ্য ও আঙ্গিককে অনুসরণ করলেও, বিষয়বস্তুর অবতারণায় কিছু নতুনত্বের নিদর্শন রেখেছেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় অন্নদামঙ্গল গ্রামীণ পটভূমি বা পরিবেশে রচিত হয়নি; এই কাব্য একান্তই রাজসভার কাব্য। ভারতচন্দ্র এই কাব্যের আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করেছিলেন *কাশীখণ্ড* উপপুরাণ, *মার্কণ্ডেয় পুরাণ*, *ভাগবত পুরাণ*, বিহ্লনের *চৌরপঞ্চাশিকা* (*চৌরীসুরত পঞ্চাশিকা*), এবং *দ্বিতীশবংশাবলীচরিতম্* ইত্যাদি গ্রন্থ ও লোকপ্রচলিত জনশ্রুতি থেকে।

# কাব্যের বিষয়বস্তু

- অন্নদামঙ্গল কাব্য তিনটি খণ্ড নিয়ে গঠিত। এগুলো হল – ১. অন্নদামঙ্গল, ২. কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য এবং ৩. মানসিংহ।
- অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো অন্নদামঙ্গল খণ্ডে দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। সতীর দেহত্যাগ, শিব-পার্বতীর বিবাহ প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী এই খণ্ডের প্রথমে বলা হয়েছে। এরপরে বসুন্ধর ও নলকুবেরের হরিহোড় ও ভবানন্দ মজুমদার রূপে মর্তে আগমন , দেবীর হরিহোড়ের গৃহে প্রবেশ , এরপর দেবীর হরিহোড়ের গৃহত্যাগ ও ভবানন্দের গৃহে আগমন প্রভৃতি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।
- ২য় খণ্ড বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে মূল কাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে বর্ধমানের রাজকন্যা বিদ্যা ও কাঞ্চীর রাজকুমার সুন্দর এর প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই খণ্ডে দেবী কালিকার মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে।
- ৩য় খণ্ডে মানসিংহ , ভবানন্দ মজুমদার , প্রতাপাদিত্যের কাহিনী আছে।

ধন্যবাদ